দৈনিক
ইত্তেফাক

27 JUN 2015
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম

উচ্চশিক্ষায় বিদেশ গিয়ে ঠিক সময় না ফেরায় চবির ৯ শিক্ষক চাকরিচ্যুত

পাওনা কোটি টাকা আদায়ে মামলা হচ্ছে

■ বারেক কায়সার, চবি সংবাদদাতা

উচ্চশিক্ষায় বিদেশে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসেননি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন শিক্ষক। তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা রয়েছে এক কোটিরও অধিক টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে তাদের চাকরিচ্যুত করেছে। পাওনা আদায়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানা গেছে।

উচ্চশিক্ষায় বিদেশ গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে না আসা ৯ জন শিক্ষক হলেন, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাহমিনা আকতার, সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক মো. ইব্রাহিম খান, বনবিদ্যা

পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

উচ্চশিক্ষায় বিদেশ গিয়ে

২৪ পৃষ্ঠার পর

ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক শাকিলা আকতার, একই ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মো. মকবুল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন ও সহকারী অধ্যাপক মো. মনিরুল ইসলাম, রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. ইমাম উদ্দিন ভূঁইয়া, লোকপ্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. ইকবাল ও সহকারী অধ্যাপক ইকবাল মো. মোস্তফা।

এদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ২৮ লাখ ৫৯ হাজার ৬৪৭ টাকা।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য মো. আলাউদ্দিন জানান, উচ্চশিক্ষায় ছুটি নিয়ে ফিরে না আসা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংসদের সরকারি হিসাব-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির ৩০তম সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষকদের কাছ থেকে পাওনা আদায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন উপাচার্য। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে 'গণদাবি আদায় আইন-১৯১৩' অনুযায়ী মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়াও চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ সফিউল আলম জানান, পাওনা টাকা আদায়ের বিষয় একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ জন্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী একজন শিক্ষককে বেতন-ভাতাসহ তিন বছরের জন্য উচ্চশিক্ষায় ছুটি দেয়া হয়। এছাড়া আরও দুই বছর বিনা বেতনে ছুটি ভোগ করতে পারেন তারা। তবে শর্ত থাকে, উচ্চশিক্ষা শেষে শিক্ষককে দেশে ফিরে আসতে হবে। চাকরিতে যোগদান না করলে অথবা ব্যর্থ হলে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ফেরত দিতে হবে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সবচেয়ে বেশি অর্থ পাওনা আছে বনবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের চাকরিচ্যুত শিক্ষক মো. মকবুল হোসেনের কাছে। তার কাছে পাওনা ৮৩ লাখ ৪৯ হাজার ৫১৪ টাকা। তিনি ১৯৯৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ছুটি নিয়ে বিদেশে যান।

সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাহমিনা আকতার ১৯৯৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ছুটি নেন। তার কাছে পাওনা সাত লাখ ৬২ হাজার ৪৭৩ টাকা।

সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের শিক্ষক মো. ইব্রাহিম খানের কাছে পাওনা ৬ লাখ ৬ হাজার ১১৬ টাকা। তিনি ২০০০ সালের ২১ মে ছুটি নেন।

বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের শিক্ষক শাকিলা আকতার ছুটি নেন ১৯৯৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। তার কাছে পাওনা ৬ লাখ ১৯ হাজার ২১৮ টাকা। একই ইনস্টিটিউটের মোহাম্মদ জামালউদ্দিন ও মো. মনিরুল ইসলামের কাছে পাওনা যথাক্রমে ছয় লাখ ৯৭ হাজার ৬৫০ ও তিন লাখ ৪১ হাজার টাকা। তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নেন যথাক্রমে ১৯৮৮ সালের ৮ আগস্ট ও ২০০০ সালের ২৬ জুন।

রসায়ন বিভাগের ইমাম উদ্দিন ভূঁইয়ার কাছে পাওনা ২ লাখ ৯১ হাজার ১০৫ টাকা। তিনি ছুটি নেন ১৯৯৬ সালের ৭ জানুয়ারি। লোকপ্রশাসন বিভাগের মো. ইকবাল ও ইকবাল মো. মোস্তফা ছুটি নেন যথাক্রমে ১৯৯২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ও ১৯৯৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। তাদের কাছে পাওনা যথাক্রমে ৪ লাখ ৩৪ হাজার ২১০ ও ৭ লাখ ৫৮ হাজার ৩৬১ টাকা।